মেহেরপুরে মেহেগুনি বাগান প্রিমিয়ার লিগে ইলেভেন চ্যালেঞ্জার চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুরে ১নং ওয়ার্ড ঘোষপাড়া সালাত কায়েম পরিষদের আয়োজনে মেহেগুনি বাগান প্রিমিয়ার লিগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে এ মেহেগুনি বাগান প্রিমিয়ার লিগ টুর্নামেন্ট শেষ হয়।

টিম নাইরা টসে জিতে ব্যাটিংয়ে গিয়ে ১০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৮১ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ইলেভেন চ্যালেঞ্জার ৮ ওভার ৩ বলে ৮২ রান সংগ্রহ করে চাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করে।

টুণামেন্ট সেরা হন ইলেভেন চ্যালেঞ্জারের নাহিদ সেখ,টুণামেন্ট সেরা ব্যাটসম্যান হন ইলেভেন চ্যালেঞ্জারের মিলন সেখ। খেলা শেষে বিজয়ী ও বিজিতদের মধ্যে ট্রফি বিতরণ করেন ১নং ওর্য়াড কাউন্সিলর মীর জাহাঙ্গীর।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঘোষ পাড়া জামে মসজিদের পেশ ইমাম তরিকুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর হার্ডওয়ারের স্বত্বাধিকারী জাহাঙ্গীর হোসেনসহ এলাকাবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

টুর্নামেন্টে মোট চারটি টিম নিয়ে খেলা শুরু হয় টিমগুলো হলো ইলেভেন চ্যালেঞ্জার, টিম নাইরা, ইলেভেন ওয়ারিয়ার্স, ইলেভেন সুপার কিং

আয়ারল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়ে

সিরিজ বাংলাদেশের

তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে আয়ারল্যান্ডকে ১০ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ নিজেদের করে নিলো বাংলাদেশ। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে টাইগার পেসারদের বোলিং তোপে মাত্র ১০১ রানে অলআউট হয় আয়ারল্যান্ড। ১০২ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ২২১ বল হাতে রেখে ১০ উইকেটের বড় জয় পায় বাংলাদেশ।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দেখেশুনে খেলতে থাকেন দুই আইরিশ ওপেনার পল স্টার্লিং ও স্টিফেন ডোহেনি। তবে ইনিংসের পঞ্চম ওভারে আইরিশ শিবিরে আঘাত হানে টাইগার পেসার হাসান মাহমুদ। দলীয় ১২ রানে ২১ বলে ৮ রান করে সাজঘরে ফিরে যান স্টিফেন ডোহেনি।

এরপর ক্রিজে আসেন অধিনায়ক অ্যান্ডি বালবির্নি। অ্যান্ডি বালবির্নিকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাট করতে থাকেন স্টার্লিং। তবে ইনিংসের নবম ওভারে আইরিশ দুর্গে ফের আঘাত হানেন হাসান মাহমুদ। দলীয় ২২ রানে ১২ বলে ৭ রান করে আউট হন স্টার্লিং। এরপর নবম ওভারের চতুর্থ বলে হ্যারি টেক্টর ফেরান হাসান।

এরপর ইনিংসের দশম ওভারে বোলিংয়ে এসে অধিনায়ক অ্যান্ডি বালবির্নির উইকেট তুলে নেন তাসকিন আহমেদ। দলীয় ২৬ রানে ১৮ বলে ৬ রান করে আউট হন বালবির্নি।

বালবির্নির বিদায়ের পর লরকান টাকার ও কার্টিস ক্যাম্ফার মিলে ইনিংস মেরামতের চেষ্টা করেন। দুজনেই দেখেশুনে ব্যাট করতে থাকেন। দু’জন মিলে ৪২ রানে জুটি গড়েন। তবে দলীয় ৬৮ রানে লরকান টাকারকে আউট করেন পেসার এবাদত হোসেন। ৩১ বলে ২৮ রান করে সাজঘরে ফিরে যান টাকার।

এরপর ক্রিজে আসা জর্জ ডকরেলকে বোল্ড করে হ্যাটট্রিকে আশা জাগান এবাদত। তবে হ্যাটট্রিক করতে ব্যর্থ হন তিনি। এরপর ইনিংসের ২২তম ওভারে বোলিংয়ে এসে জোড়া উইকেট তুলে নেন তাসকিন। দলীয় ৭৯ রানে অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন ও মার্ক অ্যাডায়ারকে সাজঘরে ফেরান তাসকিন।

এরপর দলীয় ৯৬ রানে কার্টিস ক্যাম্পারকে সাজঘরে ফেরান হাসান মাহমুদ। ৪৮ বলে ৩৬ রান করে আউট হন তিনি। শেষ ব্যাটার হিসেবে গ্রাহাম হিউম আউট হলে মাত্র ১০১ রানে অলআউট হয় আয়ারল্যান্ড। আর গ্রাহাম হিউমকে আউট করে পাঁচ উইকেট তুলে নেন হাসান মাহমুদ।

১০২ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে আগ্রাসী ব্যাটিং করতে থাকেন দুই টাইগার ওপেনার তামিম ইকবাল ও লিটন দাস। লিটন কিছুটা দেখেশুনে খেললেও মারমুখী ব্যাটিং করতে থাকেন অধিনায়ক তামিম ইকবাল। ৫ ওভারে স্কোরবোর্ডে ৩৯ রান যোগ করেন এই দুই ব্যাটার।

এরপরও মারমুখী ব্যাটিং চালিয়ে যান এই দুই ব্যাটার। এই দুই ব্যাটারের মারমুখী ব্যাটিংয়ে ৩৬ ওভার ৫ বল হাতে রেখে ১০ উইকেটের বড় জয় পায় বাংলাদেশ। তামিম ৪১ বলে ৪১ ও লিটন ৩৮ বলে ৫০ রানে অপরাজিত থাকেন। এই জয়ে ২-০ তে সিরিজ জিতলো বাংলাদেশ।

সূত্র: ইত্তেফাক

হাসানের পর এবাদতের বোলিং তোপে দিশেহারা আয়ারল্যান্ড

তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাট করছে আয়ারল্যান্ড। ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই টাইগার পেসারদের তোপের মুখে পড়ে আইরিশ ব্যাটাররা। এরপর লরকান টাকার ও কার্টিস ক্যাম্ফার মিলে ইনিংস মেরামতের চেষ্টা করেন। তবে এবাদতের জোড়া আঘাতে ফের চাপে পড়ে আয়ারল্যান্ড। শেষ খবর পর্যন্ত ২১ ওভার শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে ৭৯ রান সংগ্রহ করেছে আয়ারল্যান্ড।

টস জিতে ব্যাট করতে নেমে দেখেশুনে খেলতে থাকেন দুই আইরিশ ওপেনার পল স্টার্লিং ও স্টিফেন ডোহেনি। তবে ইনিংসের পঞ্চম ওভারে আইরিশ শিবিরে আঘাত হানে টাইগার পেসার হাসান মাহমুদ। দলীয় ১২ রানে ২১ বলে ৮ রান করে সাজঘরে ফিরে যান স্টিফেন ডোহেনি।

এরপর ক্রিজে আসেন অধিনায়ক অ্যান্ডি বালবির্নি। অ্যান্ডি বালবির্নিকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাট করতে থাকেন স্টার্লিং। তবে ইনিংসের নবম ওভারে আইরিশ দুর্গে ফের আঘাত হানেন হাসান মাহমুদ। দলীয় ২২ রানে ১২ বলে ৭ রান করে আউট হন স্টার্লিং। এরপর নবম ওভারের চতুর্থ বলে হ্যারি টেক্টর ফেরান হাসান।

এরপর ইনিংসের দশম ওভারে বোলিংয়ে এসে অধিনায়ক অ্যান্ডি বালবির্নির উইকেট তুলে নেন তাসকিন আহমেদ। দলীয় ২৬ রানে ১৮ বলে ৬ রান করে আউট হন বালবির্নি।

বালবির্নির বিদায়ের পর লরকান টাকার ও কার্টিস ক্যাম্ফার মিলে ইনিংস মেরামতের চেষ্টা করেন। দুজনেই দেখেশুনে ব্যাট করতে থাকেন। দু’জন মিলে ৪২ রানে জুটি গড়েন। তবে দলীয় ৬৮ রানে লরকান টাকারকে আউট করেন পেসার এবাদত হোসেন। ৩১ বলে ২৮ রান করে সাজঘরে ফিরে যান টাকার।

এরপর ক্রিজে আসা জর্জ ডকরেলকে বোল্ড করে হ্যাটট্রিকে আশা জাগান এবাদত। তবে হ্যাটট্রিক করতে ব্যর্থ হন তিনি। শেষ খবর পর্যন্ত ২১ ওভার শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে ৭৯ রান সংগ্রহ করেছে আয়ারল্যান্ড।

সূত্র: ইত্তেফাক

চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদন

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কাজী মোঃ সালাহউদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি এখলাছ উদ্দিন সুজন সহ নব নির্বাচিত কমিটির সকলকে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগত ভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সেই সাথে চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটিকে অনুমোদন দিয়েছেন।

বাফুফের চিঠির বরাত দিয়ে জেলা ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এখলাছ উদ্দিন বলেন এই চিঠির মাধ্যমে নব নির্বাচিত কমিটির দায়িত্ব বেড়ে গেল। এখন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে চুয়াডাঙ্গার ফুটবলে জাগরণ আনা ও চুয়াডাঙ্গা জেলাকে ফুটবলের রোল মডেল হিসাবে গড়ে

তোলা।

এদিকে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আগামী ২৬শে মার্চ ২০২৩ ইং তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে- তন্মধ্যে আগামী ২৫শে মার্চ বিকাল ৩ ঘটিকায় হোটেল শহিদ প্যালেসে কমিটির প্রথম কার্যনির্বাহী মিটিং অনুষ্ঠিত হবে, ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে শহিদদের কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে পুস্প অর্পণ, ২৬শে মার্চ সকালে মহান স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে যোগদান ও মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে স্বাধীন বাংলা ফুটবল টিমের গোল রক্ষক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মোমেন জোয়ার্দ্দার ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপি মহদয়কে সম্মাননা স্মারক প্রদান।

উক্ত অনুষ্ঠান গুলোতে জেলা ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকার জন্য জেলা ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ইং তারিখে উৎসবমুখর পরিবেশে জেলা ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গার কৃতি সন্তান ও এম আর লজিস্টিকস বিডি লি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এখলাছ উদ্দিন সুজন রফিকুল ইসলাম লাড্ডু কে পরাজিত করে নির্বাচিত হন।

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্টের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্ট ২০২৩ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাতে কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার জিমনেসিয়াম ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন বিএমএ (কুষ্টিয়া) জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও স্বাচিপ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি ও জেলা আ’লীগের সহসভাপতি ডাঃ এ এফ এম আমিনুল হক রতন।

এসময় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারতো না। আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মমর্যাদা অর্জন করতে পারতাম না।

তিনি বলেন, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্যে দিয়ে যার যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। নির্দেশ দেন বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। বাংলার জনগণ তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের ২০ বছরের সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। বাঙালি জাতি মুক্তি পেয়েছিল। শেখ মুজিবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছিল।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও বি.এম.এ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি ডাঃ এস এম মুস্তানজিদ।

ডা: লিজা-ডা: রতন ম্যাটস ও ডা: লিজা নার্সিং ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ডা: আসমা জাহান লিজার পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক মোসাদ্দেক আলী মনি, ডা: মলয় কৃষ্ণ পাল, ডা: মো: রবিউল ইসলাম, ডা: মনিরুজ্জামান টিপু, ডা: আব্দুল্লাহ আল মামুন তুষার, ডা: মাহফুজুল হক রন্টুসহ ইন্টার্ণ চিকিৎসকবৃন্দ।

এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালের সৌজন্যে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন বিএমএ (কুষ্টিয়া) জেলা শাখা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ফুটবলকে বিদায় জানালেন ওজিল

রিয়াল মাদ্রিদ ও আর্সেনালের সাবেক তারকা মিডফিল্ডার ও জার্মানির হয়ে বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার মেসুত ওজিল পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন। বুধবার এক টুইটবার্তা বিষয়টি নিজেই নিশ্চিত করেন তুর্কি বংশোদ্ভূত জার্মানির এই তারকা ফুটবলার।

টুইটারে ওজিল লেখেন, ‘প্রায় ১৭ বছর ধরে একজন পেশাদার ফুটবলার হিসেবে খেলার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। দারুণ সুযোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সাম্প্রতিক সপ্তাহ এবং মাসগুলোতে কিছু ইনজুরিতে ভুগছিলাম। এটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ফুটবলের বড় মঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার সময় এসেছে।’

তিনি আরও লেখেন, ‘আমি শালকে, ব্রেমেন, রিয়াল মাদ্রিদ, আর্সেনাল, ফেনারবাচ ও বাসাকসেহিরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই যারা আমার কোচ ছিলেন, ধন্যবাদ আমার সতীর্থ ও বন্ধুদের প্রতিও।’

এর আগে ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপের পরই হুট করে ওজিলের অবসর নেওয়ায় আলোচনা-সমালোচনা কম হয়নি। সেই সময় জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (ডিএফবি) বিরুদ্ধে বর্ণবাদ ও জাতিগত বিদ্বেষের অভিযোগ তুলেছিলেন এই ফুটবলার।

ওজিল জার্মানির হয়ে ৯২ ম্যাচে ৯৩ গোল করেন। ২০১৪ বিশ্বকাপ জয়ে রেখেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ক্লাব ক্যারিয়ারে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫৯৮ ম্যাচ খেলে ৯৮ গোল করেছেন ওজিল। এর মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদে ২৮টি এবং আর্সেনালের জার্সিতে ৪৪ গোল করেছেন তিনি।

কাবাডিতে হ্যাটট্রিক

চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কাবাডি কাপে হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। শুধু হ্যাটট্রিকই নয়, তিনবারই অপরাজিত থেকে শিরোপা জিতলো লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

আজ মঙ্গলবার (২১ মার্চ) শহীদ নূর হোসেন জাতীয় ভলিবল স্টেডিয়ামে চাইনিজ তাইপেকে ৪২-২৮ ব্যবধানে হারিয়ে হ্যাটট্রিক শিরোপা জেতে বাংলাদেশ।

আগের দুইবারই ফাইনালে আফ্রিকান প্রতিপক্ষ কেনিয়াকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিলো বাংলাদেশ। এবারই প্রথম অল এশিয়ান ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলো বাংলাদেশ আর চাইনিজ তাইপে। সেখানেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেই শিরোপা মাথায় তুললো তুহিন বাহিনী।

আজকের ফাইনালে শুরুতে অবশ্য পিছিয়ে পড়েছিলো স্বাগতিকরা। এক পর্যায়ে ৭-৬ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলো চাইনিজ তাইপে। সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি লাল-সবুজের জার্সিধারীদের।

প্রথমার্ধ শেষে ২০-১৪ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায়। বিরতি থেকে ফিরে প্রতিপক্ষকে আরও বেশি চেপে ধরে বাংলাদেশ। পুরো ম্যাচে তিন লোনা পেয়েছে বাংলাদেশ। ম্যাচশেষে ৪২-২৮ ব্যবধানে চাইনিজ তাইপেকে হারিয়ে নিজেদের হ্যাটট্রিক শিরোপা জিতে নেয় বাংলাদেশ।

এদিকে, ফাইনালে উঠেই আগামী বছরের কাবাডি বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করে ফেলেছিলো বাংলাদেশ ও চাইনিজ তাইপে।

সূত্র: ইত্তেফাক

মুশফিকের ঝড়ো সেঞ্চুরিতে নতুন

রেকর্ড বাংলাদেশের

তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ৩৫০ রানের টার্গেট দিয়েছে বাংলাদেশ। সোমবার (২০ মার্চ) সিরিজ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টস হেরে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ। প্রথমে ব্যাট করে মুশফিকের সেঞ্চুরিতে ওয়ানডেতে দলীয় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়ে বাংলাদেশ। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৩৪৯ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশকে ভালো শুরু এনে দেন দুই টাইগার ওপেনার তামিম ইকবাল ও লিটন দাস। দেখেশুনে খেলতে থাকে এই দুই ব্যাটার। উদ্বোধনী জুটিতে ৪২ রান সংগ্রহ করে তারা। তবে এরপর রান আউটে কাটা পড়েন অধিনায়ক তামিম ইকবাল।

৩১ বলে ২৩ রান করে সাজঘরে ফিরে যান তামিম। তামিমের বিদায়ের পর ক্রিজে আসেন নাজমুল হাসান শান্ত। শান্তকে সঙ্গে নিয়ে রানের চাকা সচল রাখেন লিটন। নিজের সাবলীল ব্যাটিংয়ে ৫৪ বলে নিজের অর্ধশতক পূরণ করেন লিটন দাস।

অর্ধশতক পূরণে পর আগ্রাসী হয়ে ব্যাট করতে থাকেন লিটন। তবে দলীয় ১৪৩ রানে আউট হন তিনি। ৭১ বলে ৭০ রান করে সাজঘরে ফিরে যান লিটন। এরপর ক্রিজে আসেন সাকিব আল হাসান। সাকিবকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাট করতে থাকেন শান্ত।

নিজের সাবলীল ব্যাটিংয়ে ৫৯ বলে ফিফটি তুলে নেন শান্ত। তবে দলীয় ১৮২ রানে ১৯ বলে ১৭ রান করে সাজঘরে ফিরে যান সাকিব। সাকিবের বিদায়ের পর ক্রিজে আসেন তাওহিদ হৃদয়। এরপর দলীয় ১৯০ রানে ৭৭ বলে ৭৩ রান করে আউট হন শান্ত। শান্তর বিদায়ের পর ক্রিজে আসেন মুশফিক।

তাওহিদ হৃদয় ও মুশফিক মিলে রানের চাকা সচল রাখেন। মারমুখী ব্যাটিংয়ে ৩৩ বলে অর্ধশতক পূরণ করেন মুশফিক। অর্ধশতকের পর আরও আগ্রাসী ব্যাটিং করতে থাকেন মুশফিক। তবে দলীয় ৩১৮ রানে ৩৪ বলে ৪৯ রান করে আউট হন তরুণ ব্যাটার তাওহিদ হৃদয়।

হৃদয়ের বিদায়ের পর ক্রিজে আসেন ইয়াসির রাব্বি। অন্যদিকে ঝড়ো ব্যাটিং চালিয়ে যান মুশফিক। অন্যদিকে দলীয় ৩৩৯ রানে ৭ বলে ৭ রান করে আউট হন ইয়াসির রাব্বি। তবে ইনিংসের শেষ বলে সিঙ্গেল নিয়ে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন মুশফিক। ৬০ বলে ১০০ রানে অপরাজিত থাকেন

মুশফিক। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৩৪৯ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ।

সূত্র: ইত্তেফাক

সিরিজ নিশ্চিত করার লক্ষ্য টাইগারদের

টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচেই আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ওয়ানডে সিরিজ নিজদের করে নিতে চায় স্বাগতিক বাংলাদেশ। সোমবার (২০ মার্চ) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দুপুর ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

প্রথম ওয়ানডেতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে হেসেখেলেই জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ৩৩৮ রান তুলে বাংলাদেশ। নিজেদের ওয়ানডে ইতিহাসে এটিই সর্বোচ্চ দলীয় রান টাইগারদের। জবাবে ৩০ দশমিক ৫ ওভারে মাত্র ১৫৫ রানে অলআউট হয় আয়ারল্যান্ড। এতে ১৮৩ রানের বিশাল ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেয় তামিম-সাকিবরা। ওয়ানডে ফরম্যাটে রান বিবেচনায় এটিই সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয় বাংলাদেশের।

পুরো ম্যাচের মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম ১০ ওভারে পেসারদের সুইংকে কাজে লাগিয়ে ভালো অবস্থায় ছিলো আয়ারল্যান্ড। পরবর্তীতে ম্যাচের লাগাম নিয়ে নেয় গত আট বছর ধরে ঘরের মাঠে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করা বাংলাদেশ। এই সময় মাত্র দু’টি সিরিজে হারে তারা। দু’টি সিরিজ হারই ছিলো ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। তৃতীয়বারের মত দ্বিপক্ষীয় সিরিজে এবার মুখোমুখি বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। ২০০৮ সালে তিন ম্যাচের সিরিজে আইরিশদের হোয়াইটওয়াশ করেছিলো বাংলাদেশ। ২০১০ সালে আয়ারল্যান্ডের মাটিতে তিন ম্যাচের সিরিজ ১-১ সমতায় শেষ করেছিলো টাইগাররা। ঐ সিরিজের একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিলো।

সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ১১টি ম্যাচে মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। এরমধ্যে বাংলাদেশের জয় ৮টিতে, আয়ারল্যান্ডের জয়

২টিতে। সাম্প্রতিক ফর্ম এবং শক্তি বিচারে এক ম্যাচ বাকি রেখে সিরিজ জয় নিশ্চিতের পথেই আছে বাংলাদেশ। তবে আগামী ওয়ানডে বিশ্বকাপকে মাথায় রেখে পর্যাপ্ত বিকল্প তৈরি করতে এই সিরিজে খেলোয়াড়দের ঘুড়িয়ে-ফিরিয়ে খেলানোই মূল লক্ষ্য বাংলাদেশের। প্রথম ওয়ানডেতে অভিষেক ম্যাচে ৯২ রানের ইনিংস খেলে দলের আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন তাওহিদ হৃদয়। অভিষেক ওয়ানডেতে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ রানের ইনিংসের মালিক বনে যান তিনি।

অন্য দিকে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে লজ্জাজনক হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য আয়ারল্যান্ডের। দ্বিতীয় ওয়ানডেটি আইরিশদের জন্য ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচে রূপ নিয়েছে। প্রথম ম্যাচের পর আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবির্নি বলেছিলেন, ‘ম্যাচের অর্ধেক সময়েও আমরা খুব বেশি হতাশ ছিলাম না। যখন আমরা ব্যাটিং করতে নামি তখনও উইকেট ভালো ছিলো। তারপর আমরা ৪-৫ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে যাই। অভিজ্ঞতার অভাব ছিলো-এটি অজুহাত হিসাবে দাঁড় করাতে চাই না আমরা। তবে তারা ছন্দে ছিলো এবং খুব ভাল খেলেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘তবে ভালো বিষয় হলো, আমরা সোমবার আরও একটি সুযোগ পাবো। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই। প্রথম ম্যাচের চেয়ে আরও ভালো খেলতে চাই, বিশেষ করে ব্যাটিংয়ে।’

সূত্র:ইত্তেফাক

এই জয় আরও এগিয়ে দেবে আমাদের: শান্ত

ইংল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। জাতীয় দলের এই তরুণ তারকা ব্যাটসম্যান তিন ম্যাচের সিরিজে সর্বোচ্চ ১৪৪ রান করে সিরিজ সেরা হন।

মঙ্গলবার মিরপুরে ১৬ রানের জয়ের ম্যাচে ৪৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন শান্ত। এদিন জয়ের পর সাংবাদিকদের শান্ত বলেন, আল্লাহকে

ধন্যবাদ। এভাবে সিরিজ জিততে পারাটা দারুণ। কোচিং স্টাফ ও খেলোয়াড়দের বিশেষ ধন্যবাদ।

গত নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে পাকিস্তানকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড। ইংরেজদের হোয়াইটওয়াশ করা প্রসঙ্গে শান্ত বলেন, এই জয় দল হিসেবে আমাদের আরও এগিয়ে দেবে। ফিল্ডিং ভালো হলে তা বোলারদের সহায়তা করে। সামনে আরেকটি বড় সিরিজ। আশা করি, এই ছন্দটা ধরে রাখতে পারব আমরা।